আসমানি কিতাব শিক্ষা

দ্বিতীয় খণ্ড

ডাকযোগে আসমানি কিতাব শিক্ষা

৩য় পাঠ

আমরা আমাদের নিজেদের উদ্ধার করতে পারি না

গুনাহের সমস্যা যখন আমাদের জীবনে আসে, তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কি কিছু করতে পারি ? সত্যিকার অর্থে দেখা যায় যে, মানুষের নিজের কোন চেষ্টা সেখানে সফলতা নিয়ে আসতে পারে না।

আমাদের অবশ্যই শেষ পর্যন্ত খোদার দেয়া সমাধানের দিকেই দৃষ্টিপাত করতে হবে। আমরা ৩য় পাঠের মাধ্যমে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারি। তাহল - **"গুনাহ্ ও মৃত্যু" এই উভয় সংকট হতে আমরা নিজেদের উদ্ধার করতে অক্ষম।** যেভাবে তিক্ত পানির ফোয়ারা থেকে মিষ্টি পানি পাওয়া যায় না, ঠিক একইভাবে আমাদের ভাল কাজ দ্বারা আমরা নিজেদেরকে গুনাহ্ থেকে উদ্ধার করতে পারি না। অনেকে মনে করে থাকে, "ভাল কাজ" বা "একটি ভাল জীবন" আমাদেরকে গুনাহ্ থেকে উদ্ধার করতে পারে। ভাল কাজের দ্বারা নাজাত বা উদ্ধার পাওয়ার বিষয়ক ধারণার উপর পবিত্র কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দসে অনেক আয়াত আছে যা একে অন্যের সাথে একমত পোষণ করে না।

নবীদের কিতাব

মেসাল ১৪ ঃ ১২ আয়াত- একটা পথ আছে যেটা মানুষের চোখে ঠিক মনে হয়, কিন্তু সেই পথের শেষে থাকে মৃত্যু।

আল-জবুর

১২৫ ঃ ৫ আয়াত- কিন্তু যারা নিজের তৈরী বাঁকা পথে উছোট খেতে খেতে চলে, মাবুদ অন্যায়কারীদের সংগে তাদের দূর করে দেবেন।

ইঞ্জিল শরীফ

তীত ৩ ঃ ৪-৫ আয়াত- কিন্তু যখন আমাদের নাজাতদাতা আল্লাহ্‌র রহমত ও মহব্বত প্রকাশিত হল তখন তিনি আমাদের নাজাত দিলেন। কোন সৎ কাজের জন্য তিনি আমাদের নাজাত দেন নি, তাঁর মমতার জন্যই তা দিলেন। পাক-রূহের দ্বারা নতুন জন্ম দান করে ও নতুন ভাবে সৃষ্টি করে তিনি আমাদের দিল ধুয়ে পরিষ্কার করলেন, আর এইভাবেই তিনি আমাদের নাজাত দিলেন।

আল-কোরআন

সূরা আনআম ৭০ আয়াত- যারা তাদের দীনকে (অর্থাৎ কর্মফলকে) ক্রিয়া কৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাহাদিগকে প্রতারিত করে তুমি তাদের সংগ বর্জন কর এবং ইহা (অর্থাৎ আল-কোরআন) দ্বারা তাহাদিগকে উপদেশ দেও, যাতে কেহ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না এবং বিনিময়ে সবকিছু দিলেও তা গৃহীত হবে না। ইহারাই নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হবে।

সাধারণত মানুষ তার নিজের গুনাহ্কে ভাল কাজের দ্বারা দূর করতে পরিকল্পনা করে থাকে। ভাল কাজ বলতে যা বুঝায় তা হল- ধর্মীয় অনুশীলন, মানব কল্যাণমূলক কাজ এবং রাজনৈতিকভাবে সেবামূলক কাজ, ইত্যাদির মাধ্যমে তার সমস্ত খারাপ কাজ-গুলোকে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু মানুষ ভুলে যায়, যদিও সে একজন গুনাহ্গার, তবুও একমাত্র ধার্মিকতাই তাকে অপবিত্র জীবন থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে, নিজের সৃষ্ট ধার্মিকতায় পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব নয়। নবীদের কিতাব; ইশাইয় ৬৪ ঃ ৬ আয়াতে লেখা আছে- আমরা প্রত্যেকে নাপাক লোকের মত হয়েছি, আর আমাদের সব সৎকাজ (ধার্মিকতা) নোংরা কাপড়ের মত।

একজন মানুষ তার গুনাহ্পূর্ণ জীবনে পরিশ্রান্ত এবং দুঃখার্ত হয়ে কোন এক ধার্মিক বন্ধুর কাছ থেকে উপদেশ নিবার সিদ্ধান্ত নিল। যখন সেই লোক তার ধার্মিক বন্ধুর কাছে আসল, সাথে সাথে তার অপরাধবোধ, নৈরাশ্য এবং ভয় তাকে যে দিনরাত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে সে বিষয়ে বিস্তারিত জানাল। আর সে তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করল, "এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি এবং মনে শান্তি ও সুখ পাবার জন্য আমাকে কি কাজ করতে হবে?"

বন্ধু তার প্রশ্নের উত্তর দিবার আগে তার পরিশ্রান্ত অতিথির জন্য ঠান্ডা পানি আনতে তার কর্মচারীকে আদেশ করল। কর্মচারী দ্রুত পানি নিয়ে আসল। কিন্তু ঐ পানীয় অতিথিকে দিবার আগে গৃহকর্তা বন্ধুটি পানির মধ্যে বেশ কয়েক ফোটা কালি দিয়ে দিল, যার ফলে পানীয় সম্পূর্ণ কাল রং ধারণ করল। অতিথি বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এ কি করতেছ?"

গৃহকর্তা বন্ধুটি উত্তর দিলেন, "তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি মাত্র।" সে আরো বলল, "আমি কয়েক ফোটা কালি দিয়ে পানিকে নষ্ট করেছি বলেই, তুমি তা গ্রহণ

করতে পারলে না। অথচ, তোমার হৃদয় ও মনকে গুনাহ্ দ্বারা কলুষিত করে এখন আশা করছ, তোমার ভাল কাজ যেন খাঁটি ও পবিত্র খোদার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।"

অতিথি বন্ধুটি এই শিক্ষা বুঝতে পারল এবং সাথে সাথে সে খোদার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল, যেন তিনি তার গুনাহ্ ক্ষমা করেন। গুনাহের শাস্তি যে কত কঠিন তা যখন সে বুঝতে পারল, তখন সে গুনাহ্ থেকে ক্ষমা লাভের জন্য খোদার যে সুসংবাদ তা খুঁজতে লাগল।

আমরা জানি, একজন গুনাহ্গারের ভাল কাজ খোদার কাছে গ্রহণ যোগ্য হয় না। কারণ মানুষ তার কাজ দিয়ে খোদাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু তাকে অবশ্যই খোদার উপরে এবং তিনি যা বলেছেন তার উপরে নির্ভর করতে হবে। খোদার সামনে নিজেকে নম্র করা ও তাঁর সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আসুন, গুনাহের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে পবিত্র কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দস কি বলে তা আমরা দেখি।

আল-তৌরাত

পয়দায়েশ ১৫ ঃ ৬ আয়াত- ইব্রাম (হযরত ইব্রাহিম (আঃ)) মাবুদের কথার উপর ঈমান আনলেন আর মাবুদ সেইজন্য তাঁকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন।

নবীদের কিতাব

২য় খান্দাননামা ২০ ঃ ২০ আয়াত- আপনারা আপনাদের মাবুদ আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন, তাহলে আপনারা স্থির থাকতে পারবেন। তাঁর নবীদের উপর ঈমান রাখুন, তাতে আপনারা সফল হবেন।

হবক্কুক ২ ঃ ৪ আয়াত- ধার্মিক ব্যক্তি আপন বিশ্বাস দ্বারা বাঁচিবে।

আল-জবুর

১৩ রুকু ৫ আয়াত- কিন্তু আমি তোমার অটল মহব্বতের উপর ভরসা করেছি; আমার অন্তর তোমার নাজাতে আনন্দিত হবে।

৩২ রুকু ১ আয়াত- মোবারক সেই লোক, যার অধর্ম ক্ষমা হয়েছে; যার গুনাহ্ ঢেকে রাখা হয়েছে।

৮৫ রুকু ৭-৯ আয়াত- হে মাবুদ, তোমার অটল মহব্বত তুমি আমাদের দেখাও, আর আমাদের উদ্ধার কর। ---- যারা তাঁকে ভয় করে সত্যিই তাঁর উদ্ধার করার সময় তাদের কাছে এসে গেছে।

ইঞ্জিল শরীফ

রোমীয় ১৪ ঃ ১৩ আয়াত- ঈমানের বিরুদ্ধে কোন কিছু করাই গুনাহ্।

ইফিষীয় ২ ঃ ৮-৯ আয়াত- আল্লাহ্‌র রহমতে ঈমানের মধ্য দিয়ে তোমরা নাজাত পেয়েছ। এটা তোমাদের নিজেদের দ্বারা হয় নি, তা আল্লাহ্‌রই দান। এটা কাজের ফল হিসাবে দেয়া হয় নি, যেন কেউ গর্ব করতে না পারে।

ইব্রাণী ১১ ঃ ৬ আয়াত- ঈমান ছাড়া আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব, কারণ আল্লাহ্‌র কাছে যে যায়, তাকে ঈমান আনতে হবে যে, আল্লাহ্ আছেন এবং তাঁকে যারা অন্তর দিয়ে খোঁজে, তিনি তাদের ফিরায়ে দেন না।

আল-কোরআন

সূরা মুমিনূন ১০৯ আয়াত- আমার বান্দাগনের মধ্যে একদল ছিল যারা বলিত, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।"

সূরা মুমিনূন ১০৯ আয়াতের মূল কথা হলো, কিছু লোক সে সময় ছিল যারা বুঝতে পেরেছিল তাদের অবশ্যই খোদার দয়ার উপরে নিজেদেরকে সঁপে দিতে হবে। কারণ খোদার দয়া লাভের জন্য তাদের নিজের কৃত কাজকর্ম যথেষ্ট নয়। এই কারণে পবিত্র কোরআন, সূরা আনআম ৫৪ আয়াতে আরো বললেন, যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাহাদিগকে তুমি বলিও ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক; তোমাদের প্রতিপালক, দয়া করা তাঁর কর্তব্য বলিয়া স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেহ অজ্ঞতাবশত মন্দকার্য্য করে, অতঃপর তওবা করে এবং সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সুতরাং আমাদেরকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহ অনুসারে খোদার উপরে ঈমান এনে এবং তাঁর দয়ায় ক্ষমা পাওয়া যায়।

সূরা মোহাম্মদ ১৯ আয়াত- সুতরাং জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার (অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (সঃ)) এবং মু'মিন (পরহেজগার) নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্মন্ধে সম্যক অবগত আছেন।

পবিত্র কোরআনের এই আয়াত অনুসারে ইহা স্পষ্ট যে, কেউ ক্ষমার প্রয়োজনীয়তা থেকে নিস্কৃতি পাবে না। এমন কি নবী রসুলগণ পর্যন্তও নয়।

সূরা বাকারা ২৫৬-২৫৭ আয়াত- দীন সম্পর্কে জোর-জবর দস্তি নাই; সত্যপথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগুতকে (অর্থাৎ দেবতাকে) অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্‌ ঈমান আনবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙ্গবে না। আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়। যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বাহির করে আলোতে লয়ে যান।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কাউকে জোরপূর্বক খোদার পথে নিয়ে আসা যায় না। কিন্তু আমাদের নিজেদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমি খোদার পথে চলব নাকি অন্য পথে চলব? খোদার উপর ঈমান আনার সিদ্ধান্ত যিনি নিবেন তিনি এমন এক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, যেন তিনি "মজবুত হাতল ধরল"। খোদা নিজেই আমাদের রক্ষকর্তা যা আমাদের ভাল কাজের জন্য নয়। খোদা নিজেই আপনার আমার নাজাতদাতা। তাঁর আশ্চর্য্য নূরের মধ্য দিয়ে তিনি অন্ধকার হতে মানুষকে বের করে নিয়ে আসেন।

সূরা আল-ইমরান ১৯৩ আয়াত- হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন। সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দকার্যগুলো দূরীভূত কর এবং আমাদিগকে সৎকর্ম-পরায়নদের সহগামী করে মৃত্যু দিও।

খুবই পরিস্কার করে এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "ঈমানের মধ্য দিয়ে অতীত এবং বর্তমানের গুনাহ্‌র ক্ষমা লাভ করা যায়।" এখন যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় যে, আপনার গুনাহ্‌পূর্ণ জীবন পরিবর্তন করার অথবা একটি খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করার জন্য আপনি কতবার চেষ্টা করেছেন? আমরা জানি, আপনি-আমি এমনকি আমরা সবাই গুনাহ্‌গার। কিন্তু অনেক গুনাহ্‌গার খোদার দয়া ও সাহায্যের মধ্য দিয়ে তারা তাদের গুনাহ্‌র ক্ষমা লাভে সফল হয়েছে। আপনিও কি সেই সমস্ত লোকদের মত একজন হতে চান?

পরবর্তী পাঠে আমরা আলোচনা করব- "কিভাবে ক্ষমা গ্রহণ করা যায়।" আপনি এই মাত্র যে পাঠটি মনোযোগ সহকারে শেষ করেছেন তার সাথে সংযুক্ত প্রশ্নপত্রটি পূরণ করে আমাদের ডাকযোগের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।
ইতিমধ্যে আপনি তিনটি পাঠ সফলতার সাথে শেষ করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি, এরমধ্য দিয়ে আসমানি কিতাব থেকে অনেক শিক্ষা লাভ করতে পেরে আপনি আপনার রূহানিক জীবনেও উপকৃত হচ্ছেন।

খোদা আপনাকে তাঁর কালাম আমল করার তৌফিক দান করুন। আমেন।

ডাকযোগে আসমানি কিতাব শিক্ষা

৩য় পাঠ

আমরা আমাদের নিজেদের উদ্ধার করতে পারি না

"প্রশ্নপত্র"

১. মানুষ কি কি ভাল কাজ দ্বারা গুনাহ্‌র থেকে মুক্তি পেতে চায়?

উত্তর ঃ ----------

---

২. কেন আমরা আমাদের সৎকাজ দ্বারা পবিত্র খোদার সান্নিধ্য লাভ করতে পারি না?

উত্তর ঃ ----------

---

৩. গুনাহ্‌ থেকে নাজাত পেতে হলে আমাদেরকে-

ক) ভাল ভাল সব কাজ করতে হবে।

খ) খোদার উপর ঈমান এনে তাঁর দয়ায় ক্ষমা লাভ করতে হবে।

গ) জগতের সব কিছু থেকে দূরে গিয়ে খোদার ধ্যানে নিবিষ্ট থাকতে হবে।

৪. নবী রসুলগণকেও ক্ষমা লাভের জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা করতে হবে- এই বিষয়ে কোরআনের একটি আয়াত উল্লেখপূর্ব্বক লিখুন।

উত্তর ঃ ----------

---

৫. কি কাজ দ্বারা 'মজবুত হাতল ধরা' বুঝায়?

ক) নিজে স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করাকে।

খ) পীর/দরবেশদের কাছে গিয়ে মুরিদ/বায়েত হওয়াকে।

গ) খোদার উপর ঈমান আনার সিদ্ধান্ত নেয়াকে।

১. কিভাবে গুনাহের ক্ষমা লাভ করা যায়- তা কোরআনের আয়াত উল্লেখপূর্ব্বক লিখুন।

উত্তর ঃ ----------

---

২. নবীদের কিতাব; ইশাইয় ৬৪ ঃ ৬ আয়াত লিখুন।

উত্তর ঃ ----------

---

৩. অতিথিকে পরিবেশিত পানীয় কালি দিয়ে নষ্ট করে দিবার তাৎপর্য কি ছিল?

উত্তর ঃ ----------
---

৪. ইঞ্জিল শরীফ; ইব্রানী ১১ ঃ ৬ আয়াত লিখুন।

---

৫. এই পাঠ থেকে আপনার উপলব্ধি সংক্ষেপে লিখুন।

ক্রমিক নং ঃ

নাম ঃ ---------- বয়স----------

শুধুমাত্র প্রশ্নপত্রখানা পূরণ করে নিম্ন ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ধন্যবাদ।

ডাকযোগে আসমানি কিতাব শিক্ষা
www.holykitab.net
Email: info@holykitab.net

ডাকযোগে আসমানি কিতাব শিক্ষা

৪র্থ পাঠ

জীবনের সেতু হল সলীব

যদিও আমরা আপাতঃদৃষ্টিতে গুনাহ্ এবং মৃত্যুর মধ্যে প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত অবস্থায় আছি, তবুও সেখানে এখনো আশা আছে। আমরা এখন ৪র্থ পাঠে জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোকপাত করতে যাচ্ছি ঃ **এই উভয় সংকটের একটা সমাধান খোদা আমাদের জন্য করে দিয়েছেন** ।

আমাদের সমস্ত বিষয়ে খোদার উপর ভরসা করা উচিত। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর সম্মুখে। তিনি সমস্ত কিছু জানেন এবং দেখেন। আমরা যখন অসম্ভব কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, তখন মাত্র একজনই আছেন যিনি সেই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে পারেন।

খোদা একটিমাত্র কারণে বিশ্বমন্ডল সৃষ্টি করেছেন, যেন সেই সৃষ্টির সাথে যারা তাঁর গুণাবলী (প্রতিমূর্তি) বহন করবে তাদের সাথে তিনি সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেন। এমনকি হযরত আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়া (আঃ) এর মধ্য দিয়ে আমরা যখন গুনাহ্‌র অন্ধকারে নিমজ্জিত তখনও তিনি আমাদেরকে ভুলে যান নি। বরং আমরা যখন নিজেদের গুনাহ্ থেকে মুক্ত করতে পারছিলাম না, তখন তিনি নিজের পরিকল্পনা অনুসারে আমাদেরকে গুনাহ্ থেকে উদ্ধার করার কাজ সম্পন্ন করলেন। আমরা নিজেরা যা আমাদের জন্য করতে পারি নাই স্বয়ং খোদা তা আমাদের জন্য করেছেন, সেই বিষয়ে পবিত্র কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দসের অনেক অংশে বর্ণনা করা হয়েছে। তা হল- তিনি এক মহান কোরবানীর মধ্য দিয়ে আমাদের গুনাহ্‌র সমস্যার সমাধান করেছেন।

নবীদের কিতাব

ইশাইয় ১৯ ঃ ২০ আয়াত- তাদের জুলুমবাজদের দরুন তারা যখন মাবুদের কাছে কাঁদবে তখন তিনি তাদের কাছে একজন উদ্ধারকর্তা ও সাক্ষ্যকারীকে পাঠিয়ে দিবেন এবং তিনি তাদের উদ্ধার করবেন।

আল-জবুর

৪৯ রুকু ৭-৯ আয়াত-কেউ কোনমতেই মৃত্যু থেকে কাউকে মুক্ত করতে পারে না, কিংবা আল্লাহ্‌কে তার মুক্তির মুল্য দিতে পারে না। কারণ জীবন কেনার দাম অনেক, সেই দামের সমান কিছুই নেই।

এই পৃথিবীতে এমন কোন কিছু নেই যা দিয়ে একজন তার গুনাহের শাস্তির দাম পরিশোধ করতে পারবে। এটা এক বিরাট কাজ যা কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়।

ইঞ্জিল শরীফ

রোমীয় ৩ ঃ ২০ আয়াত- শরীয়ত পালন করলেই যে আল্লাহ্ মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করবেন তা নয়, কিন্তু শরীয়তের মধ্য দিয়েই মানুষ নিজের গুনাহের বিষয়ে চেতনা লাভ করে।

ইফিষীয় ২ ঃ ৮-৯ আয়াত- আল্লাহর রহমতে ঈমানের মধ্য দিয়ে তোমরা নাজাত পেয়েছ। এটা তোমাদের নিজেদের দ্বারা হয় নি, তা আল্লাহ্রই দান। এটা কাজের ফল হিসেবে দেয়া হয় নি, যেন কেউ গর্ব করতে না পারে।

আল-কোরআন

সূরা সাফ্ফাত ১০৭ আয়াত- আমি (আল্লাহ্) তাকে (হযরত ইব্রাহিম (আঃ)) মুক্ত করলাম এক মহান কোরবাণীর বিনিময়ে।

আরবী ভাষায় "মহান" শব্দের অর্থ হল, যার কোন সীমাবদ্ধ মূল্য নেই। আর তাই আমাদের হাজারো সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে আমরা নিজেকে গুনাহ্ থেকে মুক্ত করতে পারি না। সেজন্য মানুষকে নাজাত লাভ করতে হলে অবশ্যই খোদার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে, কারণ তিনিই একমাত্র খোদা যিনি মানুষকে উদ্ধার করার জন্য এক মহান কোরবাণীর ব্যবস্থা করেছেন।

একটি গল্পের মাধ্যমে বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বুঝা যাবে। গল্পটি অনেকটা এরকম-

একজন লোককে তার কোম্পানীর টাকা চুরি করার দায়ে বিচারের জন্য আদালতে হাজির করা হল। আদালতে বিচারক যখন স্বাভাবিক বিচারকার্য্যের প্রশ্নোত্তর করছিলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন সেই লোক তার ছোট বেলার বন্ধু। এই পরিচিতিতে বিচারক উভয় সংকটে পড়লেন। উপস্থিত সময়ে তার বন্ধুর জন্য তার এমন মনে হল যে, যেন তিনি তার বন্ধুর কৃত অপরাধের জন্য প্রাপ্য শাস্তি না দেন। কিন্তু অন্যদিকে চিন্তা করলেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত কোম্পানীর জন্য এটা ন্যায় বিচার হবে না, যেহেতু আসামী সত্যিকার অর্থে-ই দোষী।

অনেকক্ষণ বিচারক চিন্তা করার পর, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সেই লোক যত টাকা চুরি করেছিল তার সব তিনি নিজে কোম্পানীর প্রতিনিধিকে পরিশোধ করে দিবেন, এবং বিচারক তা-ই করলেন। ফলে কোম্পানীর প্রতিনিধি বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। আর আসামী বন্ধুটি নিজে মুক্ত হয়ে গেল এবং তার অবশিষ্ট জীবন সে বিচারকের কাছে কৃতজ্ঞ রইল।

ঠিক একইভাবে আমরাও আমাদের গুনাহের জন্য শাস্তি পাবার যোগ্য। কিন্তু আমাদের প্রতি খোদার মহান মহব্বতের জন্য তিনি আমাদের গুনাহের প্রাপ্য শাস্তি তিনি নিজে সলীবের উপরে এক মহান কোরবাণীর মাধ্যমে দান করলেন। খোদা যেমনি মহান দয়ালু তেমনি তিনি একজন ন্যায় বিচারক। ইঞ্জিল শরীফ; রোমীয় ৩ ঃ ২৬ আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে- "তিনি যে ন্যায়বান তা তিনি এখন দেখিয়েছেন যেন প্রমাণ হয় যে, তিনি নিজে ন্যায়বান এবং যে কেউ ঈসার উপর ঈমান আনে তাকেও তিনি ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন।"

সলীবের তাৎপর্যকে জানা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মৌলিক যে ধারণা তা হলো- একজনের অন্যায়ের জন্য অন্য একজনকে মূল্য হিসেবে কিছু পরিশোধ করা। একজন বন্দিকে মুক্ত করতে হলে বিনিময়ে কিছু মূল্য পরিশোধ করতে হয়। একইভাবে আমরা সবাই গুনাহের কাছে বন্দি। সুতরাং সলীব হলো সেরকম একটি বিনিময় মূল্য যা আমাদেরকে গুনাহের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করে। নিম্ন উল্লেখিত পবিত্র কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দস এর আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, খোদা মানুষকে গুনাহ্ থেকে উদ্ধার করার জন্য বিনিময় মূল্য হিসেবে এক মহান মূল্যের ব্যবস্থা করেছিলেন।

আল-তৌরাত

পয়দায়েশ ২২ ঃ ১৩ আয়াত- ইব্রাহিম তখন চারিদিকে তাকালেন এবং দেখলেন তাঁর পিছনে একটা ভেড়া রয়েছে আর তার শিং ঝোপে আটকে আছে। তখন ইব্রাহিম গিয়ে ভেড়াটি নিলেন এবং ছেলের পরিবর্তে সেই ভেড়াটাই তিনি পোড়ানোর-কোরবানীর জন্য ব্যবহার করলেন।

হিজরত ১২ ঃ ১৩ আয়াত- কিন্তু তোমাদের ঘরে যে রক্ত লাগানো থাকবে সেটাই হবে তোমাদের চিহ্ন। আর আমি সেই রক্ত দেখে তোমাদের বাদ দিয়ে এগিয়ে যাব। তাতে মিসর দেশের উপর আমার গজবের বিপদ থেকে তোমরা রেহাই পেয়ে যাবে।

যেমনিভাবে খোদা মিসর দেশে বনী-ইস্রায়েল জাতিকে মহামারীর মৃত্যুর ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য একটি নির্দোষ (নিখুঁত) ভেড়ার রক্তকে নির্বাচিত করে দিয়েছিলেন; ঠিক একইভাবে আমাদের গুনাহের শাস্তি যে দোযখে ধ্বংস তার থেকে উদ্ধার করার জন্য সলীবে নির্দোষ, নিখুঁত রক্তের মধ্য দিয়ে এক মহান কোরবানীর ব্যবস্থা করলেন।

লেবীয় ১৭ ঃ ১১ আয়াত- কারণ রক্তেই থাকে প্রাণীর প্রাণ। সেইজন্যই তোমাদের প্রাণের বদলে আমি (খোদা) তা দিয়ে কোরবানগাহের উপরে তোমাদের গুনাহ্ ঢাকা দিবার ব্যবস্থা দিয়েছি। রক্তের মধ্যে প্রাণ আছে বলেই তা গুনাহ্ ঢাকা দেয়।

খোদার পক্ষ থেকে আমাদের গুনাহের পর্যাপ্ত মূল্য হিসেবে নির্দোষ রক্তের প্রয়োজন; আর তা হল জীবনের বিনিময়ে জীবন। খোদা একটি পশু কোরবাণী করে এর খাঁটি রক্তের মধ্য দিয়ে হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ) এর গুনাহ ঢেকে দিলেন এবং সেই পশুর চামড়া দিয়ে তাঁদের উলঙ্গতা ঢাকলেন (আল-তৌরাত; পয়দায়েশ ৩ ঃ ২১ আয়াত)।

নবীদের কিতাব

ইশাইয় ৬৩ ঃ ৮ আয়াত- তিনি বলেছেন, "অবশ্যই তারা আমার বান্দা, তারা এমন সন্তান যারা অবিশ্বস্ত হবে না," আর সেজন্যই তিনি তাদের উদ্ধারকর্তা হলেন।

এরদ্বারা বুঝা যায় যে, খোদা নিজেই তাঁর বান্দাদের উদ্ধারকর্তা।

আল-জবুর

৩৪ রুকু ২২ আয়াত- মাবুদই তাঁর গোলামদের মুক্ত করেন; যারা তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয় তারা কেউই শাস্তি পাবে না।

৩১ রুকু ৫ আয়াত- আমি তোমার হাতেই আমার রূহ্ তুলে দিলাম, কারণ হে আল্লাহ্, বিশ্বস্ত মাবুদ, তুমিই আমাকে মুক্ত করেছ।

৫৬ রুকু ১৩ আয়াত- কারণ মৃত্যু থেকে তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ, আর পড়ে যাওয়া থেকে আমাকে বাঁচিয়েছ, যাতে জীবনের আলোতে আমি আল্লাহ্র সামনে চলাফেরা করতে পারি।

আমরা দেখি যে, আল-জবুর ৩৪ ঃ ২২ আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে যে, খোদা আমাদের অপরাধ থেকে আমাদিগকে মুক্ত করবেন। এক কথায় বলা যায়, খোদা নিজেই আমাদের গুনাহ্ থেকে মুক্ত ও উদ্ধার করতে পারেন যা আমরা আল-জবুর ৩ ঃ ৫ ও ৫৬ ঃ ১৩ আয়াতে দেখি। এরদ্বারা বুঝা যায় যে, ভাল কাজ করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদেরকে গুনাহ্ থেকে মুক্ত করতে পারব না। কিন্তু খোদা নিজে আমাদেরকে গুনাহ্ থেকে উদ্ধার করার মধ্য দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে, গুনাহের শক্তি থেকে উদ্ধার পেয়ে জীবনের পথে ফিরে আসা আমাদের প্রয়োজন।

১০৭ রুকু ৬-৭ আয়াত- বিপদে পড়ে তারা মাবুদের কাছে ফরিয়াদ জানাল, এতে কষ্ট থেকে তিনি তাদের উদ্ধার করলেন। তিনি সোজা পথ দিয়ে তাদের নিয়ে গেলেন।

এই পৃথিবীতে অনেক লোক আছে যারা দিনে কয়েকবার খোদার কাছে ফরিয়াদ করছে, যেন তিনি তাদের সোজা পথে পরিচালনা করেন। আর পবিত্র কিতাবও এই কথা বলেছেন যে, নাজাত বা গুনাহের ক্ষমা লাভের জন্য আমাদের অবশ্যই একমাত্র খোদার উপর নির্ভর করতে হবে এবং আমাদের নিজের কোন কাজের উপর নয়।

ইঞ্জিল শরীফ

মথি ২৬ ঃ ২৮ আয়াত- পেয়ালার এই আংগুর-রস তোমরা সবাই পান কর, কারণ এ আমার (হযরত ঈসা মসীহ্) রক্ত যা অনেকের গুনাহের ক্ষমার জন্য দেয়া হবে।

রোমীয় ৩ ঃ ২৩-২৫ আয়াত- কারণ সবাই গুনাহ্ করেছে এবং আল্লাহর প্রশংসা পাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু মসীহ্ ঈসা মানুষকে গুনাহের হাত থেকে মুক্ত করবার ব্যবস্থা করেছেন এবং সেই মুক্তির মধ্য দিয়েই রহমতের দান হিসেবে ঈমানদারদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহ্ প্রকাশ করেছিলেন যে, যারা ঈমান আনে তাদের জন্য ঈসা মসীহ্ তাঁর রক্তের দ্বারা, অর্থাৎ তাঁর জীবন কোরবানীর দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করেছেন। এইভাবেই আল্লাহ্ দেখালেন, যদিও তিনি তাঁর সহ্যগুণের জন্য মানুষের আগেকার গুনাহের শাস্তি দেন নি তবুও তিনি ন্যায়বান।

ইঞ্জিল শরীফ; মথি ২৬ ঃ ২৮ আয়াতে হযরত ঈসা মসীহ্ নিজে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, গুনাহের ক্ষমা লাভের জন্য খাঁটি রক্তের প্রয়োজন রয়েছে। আর রোমীয় ৩ ঃ ২৩-২৫ আয়াতে সেই বিষয়ে আরো গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে, আমরা সকলেই গুনাহ্গার এবং আমাদের সকলের গুনাহের থেকে ক্ষমা লাভের প্রয়োজন আছে। আর এই ক্ষমা হযরত ঈসা মসীহের মাধ্যমে পাওয়া যায়, এছাড়া অন্য কোন কাজের বিনিময়ে নয়। আমাদের প্রতি খোদা কত দয়ালু ও ক্ষমাশীল যে, তিনি হযরত ঈসা মসীহের মাধ্যমে এক মহান কোরবাণী দিয়ে আমাদের সমস্ত গুনাহের ক্ষমা দান করেছেন। সুতরাং আমাদেরকে গুনাহের জন্য আর কোন মূল্য দিবার প্রয়োজন নেই, কারণ সেই মূল্য ইতিমধ্যেই হযরত ঈসা মসীহ্ দিয়েছেন।

আল-কোরআন

সূরা কাসাস ১৬ আয়াত- সে (হযরত মূসা (আঃ) বলিল, "হে আমার প্রতিপালক আমি তো আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর।" অতঃপর তিনি আমাকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

অনেকে মনে করে থাকেন যে, নবীগণ কোন গুনাহ্ করে নাই। যেমন- হযরত মূসা (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ)। কিন্তু উপরোল্লেখিত পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, একজন নবীরও গুনাহের থেকে নাজাত লাভের প্রয়োজন রয়েছে।

সূরা বাকারা ৩৮ আয়াত- আমি (আল্লাহ্) বলিলাম, তোমরা (হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ)) সকলেই এই স্থান হতে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নিদের্শ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ) গুনাহ্ করার পরেও যখন তাঁরা খোদার কাছ থেকে সাহায্য চাইলেন, তখন খোদার কাছ থেকে তাদের জন্য পথ নির্দেশনা এসেছিল। এরদ্বারা বুঝা যায় যে, খোদা নিজেই তাঁদের নাজাতদাতা ছিলেন। তাঁরা তাঁদের নিজের কোন কাজের উপর নির্ভর করেন নাই।

সূরা নিসা ১১০ আয়াত- কেহ কোন মন্দ কার্য করে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে পরে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্কে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে।

সাধারণতঃ কিছু কিছু লোকের বিশ্বাস হল, তাদের ভাল কাজের মধ্য দিয়ে যে নেকি হবে তার দ্বারা মন্দ কাজের যে প্রতিফল তা মুছে গিয়ে খোদার দয়ায় তারা বেহেস্তে যেতে পারবে। কিন্তু উপরোল্লেখিত আয়াত এ কথা বলেছে, তাদের মন্দ কাজের জন্য অবশ্যই তাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে এবং ক্ষমা লাভের জন্য খোদার কাছে ফরিয়াদ জানাতে হবে।

সূরা আনআম ৬৯-৭০ আয়াত- উহাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে। তবে উপদেশ দেয়া তাদের কর্তব্য যাতে উহারাও তাকওয়া অবলম্বন করে। যারা তাদের দ্বীনকে ক্রীড়াকৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাহাদিগকে প্রতারিত করে তুমি তাদের সংগ বর্জন কর এবং ইহা দ্বারা তাহাদিগকে উপদেশ দাও, যাতে কেহ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন অভিভাবক

ও সুপারিশকারী থাকিবে না এবং বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তা গৃহীত হবে না। ইহারাই নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হবে;

উপরোল্লেখিত আয়াত অনুসারে খোদার ক্ষমা লাভের জন্য আমাদের নিজেকে খোদার কাছে আসতে হবে। এমনকি খোদার ক্ষমা লাভ করার পরেও আমাদেরকে সর্তকতার সাথে জীবন-যাপন করতে হবে, যেন আমরা পুনরায় একই গুনাহের মধ্যে আবদ্ধ না হই।

এ পাঠের মধ্য দিয়ে নিশ্চয় আপনি বুঝতে পেরেছেন যে, আপনি একজন গুনাহ্গার। আর আপনার জন্যও খোদা নাজাতের ব্যবস্থা করেছেন এক মহান কোরবাণীর মধ্য দিয়ে। কারণ, খোদা আপনাকেও ভালবাসেন। তিনি চান যেন আমরা সবাই তাঁর গৌরবের জন্য বেহেস্তে তাঁর সামনে উপস্থিত থাকি। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি কখনও চান না আমরা কেহ-ই দোযখে যাই।

আপনিও কি তাঁর নাজাত লাভ করতে আগ্রহী? যদি সত্যিই আপনি আগ্রহী হয়ে থাকেন, তাহলে খোদাকে বলুন, নিশ্চয় তিনি আপনাকে সঠিক পথ দেখাবেন।

পরবর্তী পাঠে আমরা আলোচনা করব- "একজন ব্যক্তিই হলো খোদার শরীয়ত।" ৪র্থ পাঠের সাথে সংযুক্ত প্রশ্নপত্রটি পূরণ করে আমাদের ডাকযোগের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। আপনার প্রশ্নোত্তরখানা পাবার সাথে সাথে আমরা আপনার জন্য ৫ম পাঠ পাঠিয়ে দিব।

ইতিমধ্যে আপনি ৪র্থ পাঠ সফলতার সাথে শেষ করেছেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা বিশ্বাস করি ধৈর্য্যের সাথে আপনি পরবর্তী পাঠেও আমাদের সাথে অংশ গ্রহণ করবেন।

খোদার বিষয়ে জানার জন্য আপনি যে মূল্যবান সময় ব্যয় করছেন তা নিশ্চয় খোদার দৃষ্টিতে রহমতযুক্ত হবে। আমেন।

ডাকযোগে আসমানি কিতাব শিক্ষা

৪র্থ পাঠ

জীবনের সেতু হল সলীব

"প্রশ্নপত্র"

১. কেন খোদার উপর আমাদের ভরসা করা উচিত?
   ক) বেঁচে থাকার জন্য ।
   খ) উন্নতি লাভের জন্য।
   গ) সমস্ত বিষয়ের জন্য।

২. খোদা কিভাবে আমাদের গুনাহের সমস্যার সমাধান করেছেন?
   ক) এক মহান কোরবাণীর মধ্য দিয়ে।
   খ) শরীয়তের মাধ্যমে।
   গ) ক্ষমার মাধ্যমে।

৩. আমরা কিভাবে নাজাত পাই?
   ক) ভাল কাজ দ্বারা।
   খ) শরীয়ত পালনের মাধ্যমে।
   গ) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ঈমানের মধ্যে দিয়ে।

৪. ইঞ্জিল শরীফ; রোমীয় খণ্ড ৩ ঃ ২৬ আয়াতে ধার্মিকতার জন্য কার উপর ঈমান আনবার কথা বলা হয়েছে?
   ক) ফেরেস্তাগণের উপর।
   খ) হযরত ঈসা মসীহের উপর।
   গ) খোদাভক্ত মানুষের উপর।

৫. আল-তৌরাত; পয়দায়েশ ২২ ঃ ১৩ আয়াত অনুসারে হযরত ইব্রাহিম তাঁর ছেলের পরিবর্তে কোরবাণীর জন্য কি ব্যবহার করলেন?
   ক) ভেড়া।
   খ) গরু।
   গ) দুম্বা / ছাগল।

৬. যারা মাবুদের মধ্যে আশ্রয় নেয়-
   ক) তারা উন্নতি লাভ করবে।
   খ) তারা বিচারিত হবে।
   গ) তারা কেউ শাস্তি পাবে না।

৭. ইঞ্জিল শরীফ; মথি ২৬ ঃ ৮ আয়াত অনুসারে পেয়ালার আঙ্গুর রসকে হযরত ঈসা মসীহ্ কিসের সাথে তুলনা করেছেন, যা গুনাহের ক্ষমার জন্য দেয়া হয়েছে?
   ক) হযরত ঈসা মসীহের রক্তের সাথে।
   খ) হযরত ঈসা মসীহের দেহের সাথে।
   গ) কোরবাণীকৃত পশুর রক্তের সাথে।

৮. হযরত মূসা (আঃ) বললেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি; সুতরাং-
   ক) আমাকে ক্ষমা কর।"
   খ) আমাকে শাস্তি দাও।"
   গ) আমার বিচার কর।"

৯. কেন খোদা নিজেই হযরত আদম ও বিবি হাওয়া (আঃ) এর নাজাতদাতা হলেন?
উত্তর ঃ ----------
---

১০. এ পাঠ থেকে যদি আপনি নতুন কোন শিক্ষা পেয়ে থাকেন তা সংক্ষেপে লিখুন।

ক্রমিক নং ঃ
নাম ঃ ---------- বয়স----------
শুধুমাত্র প্রশ্নপত্রখানা পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ধন্যবাদ।

ডাকযোগে আসমানি কিতাব শিক্ষা
www.holykitab.net
Email: info@holykitab.net